গবেষণা অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

ভূমিকা

বিশ শতকের আটের দশকের এক উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক মল্লিকা সেনগুপ্ত। যুক্তিবাদী মানসিকতার মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্য একপ্রকার বোধের নির্মাণ করে। যে বোধ নারীর বিপন্নতার আর্তি সমাজের দুয়ারে ঢেউ তোলে, জাগরণ ঘটায়। নারীবাদী এই লেখিকা কবিতার মধ্যে যেমন নারীর সামাজিক বৈষম্যের বিরূদ্ধে সোচ্চার হন, তেমনি উপন্যাস, প্রবন্ধের মধ্যে পুরুষের আধিপত্যকে তুলোধোনা করে নিপীড়িত, নির্যাতিত, লিঙ্গ রাজনীতির বলি এবং সামাজিক ও আর্থিক বৈষম্যে পীড়িত নারীর কথকতাও তুলে ধরেন। আপোষহীন তাঁর কলম অন্যায়ের বিরুদ্ধে বারবার মাথা তুলেছে, প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত করেছে পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর বিরুদ্ধে। তাঁর সাহিত্যে উপেক্ষিতা, একঘরে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা নারীদের টেনে বার করে মুখে তুলে দিয়েছেন প্রতিবাদের ভাষা, মনে দিয়েছেন বেঁচে থাকার রসদ। নারীদের এতকালের চেপে থাকা অসূর্যস্পশ্যা যন্ত্রণাকে রাঙিয়ে দিয়েছেন শব্দ আগুনের রোদে।

প্রথম অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে মল্লিকা সেনগুপ্তের পূর্ববর্তী পাঠে নারীচেতনার স্বরূপ পরিচয় সংক্ষেপ

নারীর জীবনের অনন্ত রহস্য সেই প্রাচীনকাল থেকেই উন্মোচন করে চলেছেন কথা সাহিত্যিকরা। তবে দেশ-কাল-পাত্র অনুযায়ী সাহিত্যে নারীর অন্তর্বয়ন ও বহির্বয়নের বিস্তর তফাৎ দেখা যায়। সাহিত্যে পুরুষদের কলমে সৃষ্ট যে নারীরা রয়েছেন যেমন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টপাধ্যায়ের কপালকুন্ডলা, রোহিনী, কুন্দনন্দিনী, সূর্যমুখী, ভ্রমর, চঞ্চলকুমারী থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিনোদিনী, আশা, কমলা, বিমলা, দামিনী, কুমুদিনী এছাড়া শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায়ের সাবিত্রী, অচলা, কিরণময়ী, কমল প্রমুখ চরিত্র সৃষ্টিতে লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গির যেমন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, সেইসঙ্গে লক্ষ্যনীয় লেখকদের শিল্প নৈপুণ্যতা। তবে জ্যোতির্ময়ী দেবীর মতে পুরুষদের হাতে সৃষ্ট নারীরা পুরুষদেরই মনজগতের ফসল। তিনি মনে করতেন, বাস্তবের নারীদের সমস্যা, তাদের অনুভব নারীদের কলমেও লেখার দরকার আছে। এরপর ধীরে ধীরে নারী শিক্ষার বিস্তার তথা

সমাজে নারীর অধিকার নিয়ে সেইসময়ে সরব হয়েছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী, জ্যোতির্ময়ী দেবী, সীতা দেবী, শান্তা দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী প্রমুখ লেখিকারা, যারা সাহিত্য রচনার পাশাপাশি নারীদের জীবনের তৎকালীন সমস্যা নিয়ে লিখেছেন সোমপ্রকাশ, বামাবোধিনী, ভারতী বিভিন্ন পত্রিকায়। যদিও নারীদের কলমের এই গতি থেমে থাকেনি সেই যুগ পর্যন্ত, কলমের গতি ত্বরান্বিত হয়ে পৌঁছেছে আধুনিককালে। একালের গদ্যসাহিত্যে আশাপূর্ণা দেবী, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, মহাশ্বেতা দেবী, নবনীতা দেবসেন প্রমুখ লেখিকারা যেমন রয়েছেন তেমনি কথাসাহিত্যে পুরুষদের আগ্রাসনের বিপরীতে দাঁড়িয়ে স্বতন্ত্র উচ্চারণে সম-অধিকারের কথা লিখেছেন কবিতা সিংহ, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, নবনীতা দেবসেন, কেতকী কুশারী ডাইসন প্রমুখ লেখিকাবৃন্দ। মল্লিকা সেনগুপ্তের সাহিত্যেরও বিপুল অংশ জুড়ে রয়েছে নারীদের প্রসঙ্গ। এই অধ্যায়ে বাংলা সাহিত্যে মল্লিকা পূর্ববর্তী লেখকদের নারীভাবনার একটি সামগ্রিক রূপ-অঙ্কনের চেষ্টা করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মল্লিকা সেনগুপ্তের উপন্যাসে নানা পরম্পরার ধারায় নারীচেতনার নবপাঠ অন্বেষণ ও পর্যালোচনা

যেকোনো মহান সৃষ্টির মূলে রয়েছে নর-নারীর মিলিত প্রচেষ্টা। কিন্তু এই সমাজে পুরুষের পাশে নারী কোনোদিনই সম-অধিকার লাভ করেনি। পুরুষশাসিত সমাজে তাই নারীর বলিষ্ঠ স্বর পৃথকভাবে উচ্চারিত হয়েছে বহুযুগে। মল্লিকা সেনগুপ্তের উপন্যাসেও শোনা যায় নারীর এই আত্মজাগরিত কণ্ঠ। তাঁর তিনটি উপন্যাসে নারীরা ভিন্ন ভিন্ন যুগে দাঁড়িয়ে নিজেদের পৃথক জীবনবীনার সন্ধান করেছেন। ভিন্ন সময়ের নিরিখে এই পরম্পরার ধারায় নারীর কথনেরই আলোচনা করেছি এই অধ্যায়ে। তিনটি উপন্যাসের বিষয়বস্তু এইরূপ –

‘সীতায়ন’ – মল্লিকা সেনগুপ্ত রামায়ণের নায়ক রামকে নয়, মহাকাব্যের সেই এক ঘরানায় সীতাকে বসিয়েছেন একবিংশ শতাব্দীর নারীর প্রতিনিধি হিসেবে। রামায়ণ সীতাকে চোখের জল আর আত্মত্যাগ ছাড়া কিছুই দিতে পারেনি। কারণ সেদিনের সেই যুগটাই ছিল পুরুষতান্ত্রিক। কিন্তু এই পরিবর্তিত যুগের সঙ্গে সঙ্গে মল্লিকা সেনগুপ্ত তাঁর নিপুণ শিল্পীকতায় ও অনবদ্য লেখনীতে চরিত্রের বদল ঘটিয়েছেন। সেদিনের একজন সীতা নয়, বর্তমানের অগণিত সীতার কথা ব্যক্ত করেছেন এই উপন্যাসে।

'শ্লীলতাহানির পরে' – একজন নারীর শ্লীলতাহানি একটি চরমতম অপমান। কলকাতা শহরের বুকে মন্দিরার মতো স্বাধীনচেতা একজন নারীর স্বামী যখন অন্য এক নারীর শ্লীলতাহানি করে, তখন কী করণীয় মন্দিরার ? কী করণীয় সমাজের ? কী করণীয় রাষ্ট্রতন্ত্রের ? উপন্যাসের প্রতি পাতায় এই প্রশ্নগুলো পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন মল্লিকা সেনগুপ্ত। এই উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে যেন প্যাথলজিক্যাল ল্যাবে কাটাছেঁড়া করেছেন তিনি। কোথায় সমাজের হিপোক্রেসি, কোথায় চরিত্রদের গোপন অভিসন্ধি তুলে ধরেছেন কাহিনীর পরতে পরতে।

'কবির বৌঠান' – কেমোথেরাপি চলাকালীন মল্লিকা সেনগুপ্ত লিখেছেন তাঁর এই শেষ উপন্যাস 'কবির বৌঠান'। এই উপন্যাসে ঠাকুর বাড়ির অন্দরমহলে প্রবেশ করেছেন তিনি। ঠাকুরবাড়ির মেয়ে বউদের জীবন, তাদের চারপাশের সামাজিক গন্ডি, অন্দরমহলের অভ্যন্তরে নারী শিক্ষার আলো, তাদের আত্মজাগরণের কাহিনী তথা ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলের নারীরা অদৃশ্য লক্ষ্মণের গন্ডি পেরিয়ে কিকরে তাদের নিজস্ব আকাশ নির্মাণ করেছিলেন তারই আলেখ্য এই উপন্যাস।

তৃতীয় অধ্যায়

মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতা : প্রতিবাদের পৃথক ভাষ্যে নারীচেতনার নবপাঠ অন্বেষণ ও পর্যালোচনা

পুরুষশাসিত সমাজে নারী চিরকাল বর্জিত, উপেক্ষিত থেকেছে। ম্যানমেড সভ্যতায় নারীদের কথা কোথাও লেখা নেই। এই জায়গা থেকেই মল্লিকা সেনগুপ্ত নারীশক্তির প্রতিভূ হয়ে লিখে গেছেন একের পর এক কবিতা। মল্লিকা সেনগুপ্ত স্বপ্ন দেখছেন যুগ যুগ ধরে নারী-পুরুষের বৈষম্যের পরিবর্তে সাম্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তিনি উপহার দিতে চেয়েছেন সহমর্মিতা ও মানবতায় ঋদ্ধ একটি সুস্থ সুন্দর সমাজ। আর সেই উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁর কবিতার নারীরা কখনো প্রেম আবার কখনো প্রতিবাদে আত্মপ্রত্যয় নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠেছে। সময়ের সঙ্গে বদলে যাওয়া এই সমাজ এবং মেয়েদের প্রেক্ষিতে তিনি তাঁর কবিতায় ঐতিহ্যের বিস্তার ঘটিয়েছেন। ফলে তাঁর কবিতা কেবলমাত্র অতীতের অনুবর্তন হয়ে ওঠেনি। তাঁর কবিতায় ব্যক্তি অনুভূতির প্রকাশ থাকলেও তা যথার্থ ভাবেই সমগ্র নারী সমাজের অনুভবকে প্রকাশের ক্ষমতা রেখেছে। প্রেমের মধ্য দিয়ে এই প্রতিবাদ সাহিত্য জগতে অবশ্যই এক ভিন্ন আসন দাবি করে। এই অধ্যায়ে সেই ভিন্ন ভাষ্যে নারীচেতনার স্বরূপ আলোচনা করেছি।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রবন্ধে মল্লিকা সেনগুপ্ত : সমাজভাবনার ভিন্নতায় নারীচেতনার নবপাঠ অন্বেষণ ও পর্যালোচনা

মল্লিকা সেনগুপ্তের প্রবন্ধসংখ্যা তিনটি –

১. 'স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ'

২. 'পুরুষ নয় পুরুষতন্ত্র'

৩. 'বিবাহ বিচ্ছিনার আখ্যান: বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে একটি নারীবাদী সমাজতান্ত্রিক পাঠ্য বিশ্লেষণ'

এই তিনটি প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক বর্তমানের সমাজব্যবস্থা, রাজনৈতিক দিক, আর্থসামাজিক দিক এবং সমাজে নারী-পুরুষের অবস্থানের স্বরূপ অঙ্কন করেছেন। এছাড়াও নারী-পুরুষের বিবাহ বিচ্ছেদের বেশকিছু কারণ সমাজ, সম্পর্ক এবং সাহিত্যের পাতা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে খুঁজে বের করেছেন, সেইসঙ্গে এই বিষয়গুলির বাস্তববাদী বিশ্লেষণ সকলের সম্মুখে তুলে এনেছেন। মল্লিকা সেনগুপ্তের এই ভাবনার জগৎকে আলোচনা করেছি এই অধ্যায়ে।

পঞ্চম অধ্যায়

নারীচেতনায় মল্লিকা সেনগুপ্তের স্বাতন্ত্র

এই অধ্যায়ে আলোচনা করেছি বাংলা সাহিত্যে মল্লিকা সেনগুপ্তের অবস্থান নিয়ে। তাঁর লেখার নারীচেতনার যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উঠে এসেছে, তার মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছি। এছাড়াও নারীবাদ বিষয়ে মল্লিকা সেনগুপ্তের পর্যবেক্ষণ কতখানি সঠিক সে সম্পর্কেও একটি ছোট্ট আলোচনা রেখেছি। এবং সবশেষে বর্তমান সমাজ মল্লিকা সেনগুপ্তের লেখনীর দ্বারা কিভাবে নবজাগরিত হতে পারে তার একটি সম্যক আলোচনা রাখার চেষ্টা করেছি এই অধ্যায়ে।

উপসংহার

মল্লিকা সেনগুপ্তের সাহিত্য পুরুষের বিরুদ্ধে হাত তুলে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার মন্ত্র বলে না, বরং আকাশ-পুরুষের পাশে 'রমণী পৃথিবী' হয়েই সমাজের কাছে স্বাভাবিক জায়গাটুকু চায়। তিনি কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধে যে নারীবাদী চিন্তা-চেতনার কথা তুলে ধরেছেন তাতে বুঝিয়ে দিয়েছেন, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা 'সেবাদাসী' নন। একপ্রকার নগ্ন সত্যতাকে সমাজের সামনে তুলে ধরে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বুঝিয়েছেন নারীর ভাগ্য নারীকেই বুঝে নিতে হবে, আর এই উপলব্ধিটুকু বুঝিয়ে দিতে তাঁর রচনার প্রতিটি অক্ষরে শেকল ভাঙার শব্দ শুনিয়েছেন। অতলে ডুবে থাকা নারীকে মুক্তাকাশের নীচে দাঁড়িয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাহসিকতা জুগিয়েছেন। যে নারীকে একদিন বেদ পড়ার অধিকার থেকে ছুঁড়ে ফেলেছিল পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতা, সেইসব নারীর হাতে ধরিয়ে দিতে চেয়েছেন আত্মপ্রতিষ্ঠার মশাল। বহুকাল চলে আসা একটা মিথকে ভেঙে দিয়ে সমাজের বুকে নারী-পুরুষের সমতার কথাই বলেছেন মল্লিকা সেনগুপ্ত তাঁর রচনায়।